১৪৪

(স্বামী অখন্ডানন্দকে লিখিত)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

(মার্চ বা এপ্রিল), ১৮৯৪

কল্যাণবরেষু,

তোমার পত্র পাইয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তুমি খেতড়িতে থাকিয়া অনেক পরিমাণে স্বাস্থ্যলাভ করিয়াছ, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।

তারক দাদা মাদ্রাজে অনেক কার্য করিয়াছেন -- বড়ই আনন্দের কথা! তাঁহার সুখ্যাতি অনেক শুনিলাম মাদ্রাজবাসীদের নিকট। রাখাল আর হরি লক্ষ্ণৌ হইতে এক পত্র লিখিয়াছে, তাহাদের শারিরিক কুশল। মঠের সকল সংবাদ অবগত হইলাম শশীর পত্রে।

রাজপুতানার স্থানে স্থানে ঠাকুরদের ভিতর ধর্মভাব ও পরহিতৈষণা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে। কার্য করিতে হইবে। বসিয়া বসিয়া কার্য হয় না! মালসিসর আলসিসর আর যত 'সর' ওখানে আছে, মধ্যে মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে থাক; আর সংস্কৃত, ইংরেজী সযত্নে অভ্যাস করিবে। গুণনিধি পাঞ্জাবে আছে বোধ হয়, তাহাকে আমার বিশেষ ভালবাসা জানাইয়া খেতড়িতে আনিবে ও তাহার সাহায্যে সংস্কৃত শিখিবে ও তাহাকে ইংরেজী শিখাইবে। যে প্রকারে পার, তাহার ঠিকানা আমায় দিবে। গুণনিধি অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

খেতড়ি শহরের গরীব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম উপদেশ করিবে আর তাদের অন্যান্য বিশয়, ভূগোল ইত্যাদি মৌখিক উপদেশ করিবে। বসে বসে রাজ-ভোগ খাওয়ায়, আর 'হে প্রভু রামকৃষ্ণ' বলায় কোনও ফল নাই, যদি কিছু গরিবদের উপকার করতে না পার। মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য গ্রামে যাও, উপদেশ কর, বিদ্যা শিক্ষা দাও। কর্ম, উপাসনা, জ্ঞান -- এই ধর্ম কর, তবে চিত্তশুদ্ধি হইবে, নতুবা সব ভস্মে ঘৃত ঢালার ন্যায় নিস্ফল হইবে। গুণনিধি আসিলে দুইজনে মিলিয়া রাজপুতানার গ্রামে গ্রামে গরিব দরিদ্রের ঘরে ঘরে ফের। যদি মাংস খাইলে লোকে বিরক্ত হয়, তদ্দন্ডেই ত্যাগ করিবে, পরোপকারার্থে ঘাস খাইয়া জীবন ধারণ করা ভাল। গেরুয়া কাপড় ভোগের জন্য নহে, মহাকার্যের নিশান -- কায়মনোবাক্য 'জগদ্ধিতায়' দিতে হইবে। পড়েছ, মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব'; আমি বলি, 'দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব'। দরিদ্র, মূর্খ, অজ্ঞানী, কাতর -- ইহারাই তোমার দেবতা হউক, ইহাদের সেবাই পরমধর্ম জানিবে। কিমধিকমতি --

আশীর্বাদক

বিবেকানন্দ